দৈনিক ইনকিলাব

APR. 1 3 2002

২৭ মার্চ ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত এসএসসি'র সাধারণ গণিত পরীক্ষা ও একজন অভিভাবকের অভিমত

একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীর অভিভাবক হিসেবে মনে করি বর্তমান পত্র-পত্রিকা ও অভিভাবক মহলে এসএসসি গণিত পরীক্ষা সমন্ধে আলোচনার যে ঝড় উঠেছে তা নিঃসন্দেহে একটি জাতীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের একটি কঠিন পরীক্ষার অবতারণা হওয়াতে সকলেই উৎকণ্ঠিত। তবে গণিত শাস্ত্রবিদরা বলতে পারবেন কোমলমতি ছাত্রদের জন্য এ ধরনের কোন প্রশ্ন করার দরকার ছিল কিনা। যদি দরকার হয়ে থাকে তাহলে এর পরিমাপ কতটুকু হওয়া উচিত ছিল। একজন অভিভাবক হিসেবে আমি যতটুকু জেনেছি একমাত্র বাংলার ২য় পত্র ছাড়া (যা সাধারণত একটু কঠিন হয়ে থাকে) সকল পর্যায়ের পরীক্ষার্থীদের জন্য সব বিষয় অত্যন্ত চমৎকার ছিল। আমরা সকলেই জানি ছাত্ররা অংকে যতই কাঁচা থাকুক অন্তত এসএসসি পরীক্ষার সময়ে সর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে লেটার মার্ক পাওয়ার আশায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এবার সাধারণ ছাত্ররা দূরে থাক, যারা স্কুল পরীক্ষায় লেটার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তারাও এ প্রশ্নপত্র দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। শুধু তাই নয়, অনেককে আবার এ্যাম্বুলেন্স করেও বাড়ীতে আনতে হয়েছে (পত্রিকায় প্রকাশ)।

গণিতের কঠিন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এবং এ অবস্থার নিরসনে দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ পাচ্ছে। আমিও সরকার ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার নিজস্ব একটি মতামত প্রকাশ করতে চাই যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান, তিন গ্রুপের নিকট সাধারণ গণিত বাধ্যতামূলক বিষয়। বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্রদের কাছে সাধারণ গণিতে লেটার মার্ক পাওয়া অনেকের পক্ষে সহজ হয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে কারও ওপর কোন প্রকার যাতে অবিচার না হয় সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের ৪র্থ বিষয়সহ শুধু গ্রুপ সাবজেক্টগুলোর গড়পরতা মার্ক নির্ণয় করলে যে মার্ক দাঁড়াবে সে মার্ক বর্তমান অবস্থার নিরসনে সাধারণ গণিতের জন্য বরাদ্দ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এতে বিজ্ঞান গ্রুপের ছাত্রদের জন্য যেমনি সুবিধা হবে তেমনি কমার্স ও মানবিক গ্রুপের ছাত্ররাও মেধানুসারে সুফল পাবে। এরপরও যদি ৩-৫ নম্বর কমন গ্রেস দেয়া হয় তাহলেও অন্যায় হবে না। যদি কেউ কেউ গড়পরতা মার্ক থেকে সাধারণ গণিতে বেশী মার্ক পেয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে যেটির বেশী মার্ক হবে ঐ বেশী মার্ক প্রযোজ্য থাকা উচিত। হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, সাধারণত কোন কোন ছাত্র সহজ প্রশ্নেও ফেল করে থাকে, তাদের জন্য কি এ ধরনের উদ্যোগ কিছুটা সুবিধা হয়ে যাচ্ছে না? এরূপ প্রশ্নের উত্তর হলো, বিচার ব্যবস্থায় একটি কথা আছে 'দশজন অপরাধী ব্যক্তি মুক্তি পেয়ে যাক কিন্তু কোন কারণেই যেন একজন নিরপরাধ ব্যক্তির শাস্তি না হয়'। নতুন করে পরীক্ষা নেয়া কিংবা কমন গ্রেস প্রদান করা কিংবা আদৌ কিছু না করা এটি সম্পূর্ণ সরকার ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। যদি সুষ্ঠু চিন্তাধারার মাধ্যমে এই সংকট নিরসনে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে আমার মতে এটি হবে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

–দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া,
এডভোকেট, ৬/১০, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি (ঘ), মোহাম্মদপুর, ঢাকা।